আল কুরআনের গাণিতিক মুজিজা

মো. মতিউর রহমান

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

সূচিপত্র

গণনা পদ্ধতি	১৩
একটি রঙিন প্রেজেন্টেশন	১৫
গোড়ায় গলদ থেকে সূক্ষ্ম বিন্যাস	২৭
কাকতালীয় বনাম নিখুঁত পরিকল্পনা	৪৫
গল্পের নায়ক নুহ (আ.)	৫৭
ষোলোকলায় ষোড়শ সূরা	৬৮
পিঁপড়ে যখন চোখ খুলে দেয়—এক	৮৫
পিঁপড়ে যখন চোখ খুলে দেয়—দুই	১০০
ছোট্ট সূরা, বড়ো চ্যালেঞ্জ	১১২
যদি ছাপ থেকে হয় দারুণ কিছু	১২৫
২৭ময় সূরা কদর	১৩৫
আল কুরআনে বিশ্বনবি : একটি গাণিতিক পর্যালোচনা	১৫০
সিজদা থেকে সিজদা	১৬৩
সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি	১৭৫

গণনা পদ্ধতি

আরবি ভাষা পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন ভাষা। সময়ের সাথে সাথে মানুষের প্রয়োজনে ভাষার ব্যবহার পদ্ধতি পরিবর্তিত হয়। ফলে পরিবর্তন আসে ভাষার রীতিনীতিতেও। আরবি ভাষাও এর ব্যতিক্রম নয়। কালের বিবর্তনে আরবি ভাষায় বিভিন্ন নিয়ম-কানুনে পরিবর্তন, পরিমার্জন ও সংযোজন এসেছে। আরবি বর্ণ, শব্দ, আয়াত গণনাও এর ব্যতিক্রম নয়। গবেষকগণ আরবি বর্ণ ও শব্দ গণনার পদ্ধতিকে কয়েকটি ধারায় বিভক্ত করেছেন। এর মধ্যে প্রাচীন ও আধুনিক ধারা অন্যতম। হরফ ও শব্দ গণনার ক্ষেত্রে দুই ধারার মধ্যে সামান্য পার্থক্য রয়েছে।

আধুনিক রীতিতে কোনো শব্দের শুরুতে و (ওয়াও) হরফ এলে সেটিকে আলাদা শব্দ হিসেবে গণ্য না করে বরং পরবর্তী শব্দের অংশ হিসেবে গণ্য করা হয়। তবে শব্দের শুরুতে আহ্বানসূচক يا (ইয়া) এলে সেটি আলাদা শব্দ হিসেবে গণ্য করা হয়। এ ছাড়াও ওয়াও, আলিফ ও ইয়া হরফ তিনটির ওপর অতিরিক্ত হামজা ব্যবহৃত হলে সেটি অতিরিক্ত হরফ হিসেবে গণনা হয় না।

অন্যদিকে প্রাচীন রীতিতে কোনো শব্দের শুরুতে و (ওয়াও) হরফ এলে সেটিকে আলাদা শব্দ হিসেবে গণ্য করা হয়। এ ছাড়াও ওয়াও, আলিফ ও ইয়া হরফ তিনটির ওপর অতিরিক্ত হামজা ব্যবহৃত হলে সেটিকেও অতিরিক্ত হরফ হিসেবে গণনা করা হয়।[১]

বইটিতে হরফ ও শব্দ গণনার ক্ষেত্রে আধুনিক ও প্রাচীন উভয় রীতিই ব্যবহার করা হয়েছে। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আধুনিক রীতি ব্যবহৃত হয়েছে। আরবি বর্ণমালা নিয়ে পাঠকদের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি হতে পারে। এজন্য আরবি বর্ণমালা তুলে ধরা হলো—

خ	ح	ج	ث	ت	ب	ا
ص	ش	س	ز	ر	ذ	د
ق	ف	غ	ع	ظ	ط	ض
ي	و	ه	ن	م	ل	ك

[১] *Quran Mathematical Miracles*, Page 19-26

একটি রঙিন প্রেজেন্টেশন

‘আমার সাথে আজই তোমাদের শেষ ক্লাস। এ নিয়ে এ কোর্সে মোট ২২টি ক্লাস নেওয়া হলো। তোমরা অনেকেই ক্লাসে লুকিয়ে ফেসবুক চালাও, মনোযোগী থাকো না, ঘুমিয়ে থাকো, আরও নানান কিছু করো; সবই বুঝি, কিন্তু কিছুই বলি না। আমি মনে করি, বিশ্ববিদ্যালয়ের থার্ড ইয়ারে এসে তোমাদের জোর করে শেখানোর কিছু নেই। জ্ঞান জোর করে শেখানোর কিংবা শেখার জিনিস নয়। মন থেকে যেটুকু ধারণ করতে পারবে, সেটাই পরবর্তী জীবনে কাজে আসবে। আশা করি, শেষ ক্লাসটি সুন্দর করে তোলার জন্য তোমরা সবাই আমাকে সহযোগিতা করবে।’ ক্লাসে ঢুকেই একনাগাড়ে কথাগুলো বললেন রেজা স্যার।

গত তিন মাস যাবৎ রেজা স্যার আমাদের ফটোগ্রাফি কোর্সটি করাচ্ছেন। ফটোগ্রাফিতে যাদের বিশেষ আগ্রহ, তারা গভীর মনোযোগ দিয়ে ক্লাসটি করে। বাকিরা ক্লাসে আসে কেবল হাজিরা দেওয়ার জন্য। আজ শেষ ক্লাস শুনে সবাই চুপ করে আছে।

স্যার বললেন—‘এ পর্যন্ত তোমাদের যা যা পড়ানো হলো, কেউ একজন সারসংক্ষেপ বলো শুনি।’

ক্লাসে সারাক্ষণ নোট করতে ব্যস্ত থাকা মাহাদি তার খাতা উলটাতে উলটাতে বলল—‘স্যার, এ পর্যন্ত আমাদের যে টপিকগুলো পড়ানো হয়েছে তা হলো—ফটোগ্রাফির ইতিহাস, ক্যামেরা আবিষ্কারের বিভিন্ন ধাপ, লেন্স, অ্যাপাচার, শাটার স্পিড, আইএসও, ডেপথ অব ফিল্ড, লাইট, কালার এবং টেকনিক অ্যান্ড এথিকস অব ফটো এডিটিং।’

‘ওকে। খেয়াল করে শোনো সবাই। তোমাদের একটি অ্যাসেসমেন্ট বাকি আছে। সিদ্ধান্ত নিয়েছি ১৫ মার্কের একটা গ্রুপ প্রেজেন্টেশন নেব। যে টপিকগুলা পড়িয়েছি, এখান থেকে তোমাদের পছন্দমতো যেকোনো একটি বিষয়ের ওপর প্রেজেন্টেশন দিতে হবে। সময়ের অভাবে বিষয়গুলো নিয়ে খুব বিস্তারিতভাবে আলোচনা করার সুযোগ পাইনি। তবে প্রেজেন্টেশনে তোমরা যদি বিষয়গুলোকে আরও বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করতে পারো, তাহলে আশা করি প্রাণবন্ত একটি প্রেজেন্টেশন দেখতে পাব। যে যেখান থেকে ইচ্ছে তথ্য সংগ্রহ করতে পারো। এক্ষেত্রে কোনো ধরনের সীমাবদ্ধতা নেই। পৃথিবীর সমস্ত বই, জার্নাল তোমাদের জন্য উন্মুক্ত। এই একটি অ্যাসেসমেন্ট তোমাদের সক্ষমতার ওপর ছেড়ে দিলাম। দেখি কার ক্রিয়েটিভিটি কতদূর; কিন্তু মনে রাখবে, প্রত্যেক

গ্রুপের জন্য সময় মাত্র ২৫ মিনিট। বাংলা, ইংরেজি যেকোনো একটি মাধ্যমে প্রেজেন্টেশন দিতে পারবে।

তবে হ্যাঁ, যে বিষয়টি সব থেকে বেশি গুরুত্ব দেবে সেটা হলো "রেফারেন্স"। কোনো তথ্য উপস্থাপন করলে সেটি কোন বই বা জার্নালের কত পৃষ্ঠায় আছে, তা অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে। মনে রাখবে, রেফারেন্সবিহীন তথ্যের কোনো মূল্য নেই। তথ্যের সাথে যে যত বেশি রেফারেন্স উল্লেখ করতে পারবে, সে তত বেশি নম্বর পাবে। সো, টু গেট প্রোপার মার্ক, এনশিওর এনাফ রেফারেন্সেস। আমি এখন লটারি করে আটটি গ্রুপে ভাগ করে দিচ্ছি। প্রেজেন্টেশন অনুষ্ঠিত হবে আগামী ৬ মার্চ, ২০২২ খ্রি. রোজ রবিবার, সকাল ৯টা। স্থান : কক্ষ নম্বর-৩৩০৪।'

ওসমান, অভীক, সানি, আশরাফুল ও রিফাত তিন নম্বর গ্রুপের সদস্য। তাদের গ্রুপলিডার নির্বাচিত হয়েছে রিফাত। ক্লাসের শেষে তারা আলোচনায় বসেছে। সবার মুখে একটাই কথা—টপিকের ওপর এমন সব তথ্য দিয়ে প্রেজেন্টেশন দিতে হবে, যা কেউ কোনো দিন শোনেনি। শুনেই যেন সবাই হতচকিয়ে যায়; কিন্তু কোন টপিকে প্রেজেন্টেশন দেওয়া হবে? সকলেই বিভিন্ন ধরনের মতামত প্রদান করছে। কোনো টপিকই তারা ফাইনাল করতে পারছে না। অনেক আলাপ-আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হলো—রং এবং এই সংশ্লিষ্ট কিছু বিষয় নিয়ে প্রেজেন্টেশন দেওয়া হবে।

সাধারণত প্রেজেন্টেশন মানেই ক্লাসে একটা সাজ-সাজ রব পড়ে যাওয়া। ছেলে-মেয়ে ফর্মাল ড্রেসে সজ্জিত। শিক্ষকও ছাত্রের কাতারে আসন নিয়ে রীতিমতো ছাত্র বনে যান। আর ছাত্ররাই সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ওপর পালাক্রমে লেকচার দিয়ে শিক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়।

রবিবার সকাল ৯টায় যথারীতি প্রেজেন্টেশন শুরু হলো। প্রেজেন্টেশনের দিন ছাত্র-শিক্ষক সকলেই পরস্পরকে আপনি বলে সম্বোধন করে। তাই এখন সবার মুখে 'আপনি আপনি' উচ্চারিত হচ্ছে। সিরিয়াস এবং শেষ প্রেজেন্টেশন বলে কথা।

প্রথম ও দ্বিতীয় গ্রুপের প্রেজেন্টেশন শেষ। তিন নম্বরে রিফাতের গ্রুপ। সাড়ে ১০টায় প্রেজেন্টেশন শুরু হলো। প্রথমেই ডায়াসে গিয়ে ল্যাপটপ ওপেন করে বক্তব্য শুরু করল ওসমান।

'আসসালামু আলাইকুম। শুভ সকাল। আজকের উপস্থাপনায় উপস্থিত শ্রদ্ধেয় স্যার এবং অন্য সকলকে গ্রুপ তিনের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানাচ্ছি আমি মো. ওসমান গনি। আমাদের আজকের উপস্থাপনার বিষয় *আল কুরআন, রং এবং অন্যান্য*।'

বিষয়টা শুনেই সবার যেন চোখ কপালে উঠল। এ কী বলছে ওসমান! তিন বছরের বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে যে ক্লাসে কেউ কোনো দিন কুরআন নিয়ে একটি কথাও বলেনি,

সেখানে আজ প্রেজেন্টেশনে কুরআন! ক্লাসে একটি গুঞ্জন শুরু হয়ে গেল। সবাই পরস্পরের মুখের দিকে তাকাতে লাগল।

ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরে ওসমান বলল—

'আমাদের উপস্থাপনার মূল বিষয় রং। স্যার বলেছিলেন, টপিকসংক্রান্ত আলোচনা যেকোনো বই থেকেই উপস্থাপন করা যাবে। আমরা পবিত্র কুরআনে রংকে কেন্দ্র করে এমন সব ব্যতিক্রম তথ্য পেয়েছি, যা আমাদের দারুণ আলোড়িত করেছে। আশা করি আপনাদেরও মুগ্ধ করবে।'

প্রথম স্লাইডটা ওপেন করে ওসমান বলতে শুরু করল—

'ফটোগ্রাফি হলো আলোর ক্যারিশমা। যিনি যত নিখুঁতভাবে ক্যামেরার সেন্সরে আলো ঢোকাতে পারবেন, তার ছবি তত সুন্দর হবে। আলোর প্রধান উৎস সূর্য। আপনার ছবি ভালো হবে নাকি খারাপ হবে, তা অনেকটা নির্ভর করে সূর্যের ওপর। সূর্যের কারণেই আমরা উষা আর গোধূলিতে চমৎকার ছবি তুলতে পারি। সূর্য আর আলো একে অন্যের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

সূর্য ও আলো যে একে অন্যের সাথে দারুণ সম্পর্কিত, পবিত্র কুরআনে তার একটি চমৎকার ইঙ্গিত রয়েছে। আপনারা জেনে অবাক হবেন, পবিত্র কুরআনে সূর্য শব্দটি একবচনে ব্যবহৃত হয়েছে ৩৩ বার। অনুরূপভাবে আলো শব্দটিও একবচনে ব্যবহৃত হয়েছে ঠিক ৩৩ বার। আপনারা স্লাইডে তথ্যসূত্র দেখতে পাচ্ছেন।[২]

ছবির মধ্যে আলোর সাথে যে উপাদানটি অঙ্গাঙ্গিভাবে মিশে আছে, সেটা হলো রং। সেজন্য ফটোগ্রাফিকে আমরা এককথায় বলতে পারি—আলো আর রঙের খেলা।

সূর্য, আলো আর রংকে পবিত্র কুরআন একটি বিশেষ পদ্ধতিতে সুবিন্যস্ত করে রেখেছে। আর এই বিশেষ পদ্ধতির নাম গণিত। সমগ্র প্রেজেন্টেশনজুড়ে আমরা আলো, রং আর এ সম্পর্কিত অন্যান্য কিছু বিষয়ের সাথে পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন গাণিতিক সামঞ্জস্য আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব, ইনশাআল্লাহ। প্রেজেন্টেশন চলাকালে কারও কোনো বিষয় বুঝতে সমস্যা হলে কিংবা কোনো প্রশ্ন থাকলে তাৎক্ষণিকভাবে প্রশ্নটি উপস্থাপন করার অনুরোধ রইল।

গ্রুপের পক্ষ থেকে এই ছিল আমার উপস্থাপনা। পরবর্তী অংশ উপস্থাপনের জন্য ডেকে নিচ্ছি আমাদের গ্রুপ মেম্বার মো. আশরাফুল ইসলামকে।'

অতঃপর আশরাফুল ইসলাম শুরু করলেন—

---

[২] *The QuranUnchallengeable Miracle*, Page-318; *Quran Mathematical Miracles*, Page, 188

‘আসসালামু আলাইকুম। শুভ সকাল! আমি মো. আশরাফুল ইসলাম; আপনাদের সামনে যে বিষয়টি উপস্থাপন করব সেটি হলো—*সাত রং এবং পবিত্র কুরআন।*

আমরা জানি, সূর্যের আলোকরশ্মিতে সাত ধরনের রং থাকে। সেগুলো হলো— বেগুনি, নীল, আকাশি, সবুজ, হলুদ, কমলা ও লাল। আকাশের রংধনুতেও আমরা এই সাতটি রং দেখতে পাই। পবিত্র কুরআনে সরাসরি সাত রঙের কথা বলা না থাকলেও পরোক্ষভাবে ঠিকই এর ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। আর এ পরোক্ষ পদ্ধতির নাম গণিত। চলুন, আমরা কিছু গাণিতিক হিসাব-নিকাশ করি।

রং শব্দের আরবি প্রতিশব্দ لون (লাওনুন)। শব্দটি একবচন। বহুবচনে ألوان (আল ওয়ানুন) বা রংসমূহ। পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে ألوان (আল ওয়ানুন) বা রংসমূহ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। বিস্ময়কর ব্যাপার হলো—সাত রং একটি বহুবচন শব্দ। পবিত্র কুরআনে রং শব্দের বহুবচন ব্যবহৃত হয়েছে সর্বমোট সাতবার!’

পেছনের সারিতে বসে থাকা রেজা স্যার বললেন—‘মি. আশরাফুল ইসলাম, আপনার কথার পক্ষে কোনো প্রমাণ বা রেফারেন্স আছে?’

পরবর্তী স্লাইডটি ওপেন করে আশরাফুল অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বলল—‘জি স্যার, যেসব সূরার যে যে আয়াতে ألوان শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, নিচের চার্টটি তার রেফারেন্স।’

সূরার নাম	নাহল	নাহল	রূম	ফাতির	ফাতির	ফাতির	জুমার
ক্রম	১৬	১৬	৩০	৩৫	৩৫	৩৫	৩৯
আয়াত	১৩	৬৯	২২	২৭	২৭	২৮	২১

স্যার হেসে বললেন—‘ভেরি গুড। ইটস অ্যা নাইস ইনফরমেশন, ক্যারি অন।’

আশরাফুল তার বক্তব্য চালিয়ে যাচ্ছে—

‘প্রিয় উপস্থিতি, আমরা এবার দৃষ্টি দেবো الوان শব্দযুক্ত প্রথম আয়াতে। পবিত্র কুরআনের সূরা নাহলের ১৩ নম্বর আয়াতে প্রথম الوان শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। স্লাইডে আপনারা আয়াতটি দেখতে পাচ্ছেন।

وَمَا ذَرَاَ لَكُمْ فِى الْاَرْضِ مُخْتَلِفًا اَلْوَانُهٗ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّذَّكَّرُوْنَ-

“আর তিনি তোমাদের জন্য জমিনে বিভিন্ন রঙের বস্তুরাজি সৃষ্টি করেছেন। এতে ওই সমস্ত লোকদের জন্য নিশ্চিতভাবে নিদর্শন আছে, যারা উপদেশ গ্রহণ করতে চায়।”

আয়াতটি লক্ষ করে দেখুন—যে শব্দটিতে রঙের কথা বলা হয়েছে, সেই اَلْوَانُهٗ শব্দটি আয়াতের ঠিক সপ্তম শব্দ। শুধু আয়াতের প্রথম দিক থেকেই এটি সপ্তম শব্দ নয়; বরং

আয়াতের শেষ দিক থেকেও اَلْوَانُهٗ সপ্তম শব্দ। গভীরভাবে লক্ষ করলে দেখতে পাবেন, এটি সূরা নাহলের ১৩ নম্বর আয়াত এবং এ আয়াতে ঠিক ১৩টিই শব্দ রয়েছে!

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা সূরা নাহলের ১৩ নম্বর আয়াতটিতে ১৩টি শব্দের সমাহার করেছেন। উক্ত আয়াতে সাত নম্বর শব্দেই প্রথম সাত রঙের ইঙ্গিত প্রদান করেছেন। কী চমৎকার রঙে রঙিন হয়েছে আল কুরআনের রঙের এ আয়াতটি!'

ক্লাসে তখন পিনপতন নীরবতা। প্রেজেন্টেশন জমতে শুরু করেছে। ৪০টি মুখ তখন অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে আশরাফুলের দিকে; অন্যদিকে আশরাফুল ফুরফুরে মেজাজে বলেই যাচ্ছে।

পাঁচ নম্বর স্লাইডটি চেঞ্জ করে আবার বলতে শুরু করল—

'এতক্ষণ আমরা আয়াতটির শব্দসংখ্যা নিয়ে কথা বলেছি, এবার হরফগুলোর প্রতি লক্ষ করা যাক—

وَمَا ذَرَاَ لَكُمْ فِى الْاَرْضِ مُخْتَلِفًا اَلْوَانُهٗ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّذَّكَّرُوْنَ-

আয়াতটিতে মোট ৪৯টি হরফ রয়েছে। আর আপনারা জানেন, ৪৯ সংখ্যাটি ৭ দ্বারা বিভাজ্য। ৭ গুণন ৭ মানে ৪৯।

আবার এই সূরা নাহলের প্রথম ১৩টি আয়াতের মোট শব্দ আছে ১৪৭টি। ১৪৭ সংখ্যাটিও ৭ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য। ১৪৭ মানে ৭ গুণন ৭ গুণন ৩। এখানেও ঘুরেফিরে আমরা সেই ৭ সংখ্যাকে খুঁজে পাচ্ছি। কী নিখুঁতভাবে আল্লাহ তায়ালা রঙের সাথে সাতকে সম্পৃক্ত করেছেন!'

আশরাফুল যখন তার পর্ব শেষ করতে যাবে, ঠিক তখনই ইয়াসিন দাঁড়িয়ে বলল—'মি. আশরাফুল, ১৪৭-কে ভেঙে আপনি ৭ রঙের সাথে সম্পর্ক দেখালেন, কিন্তু এখানে যে আরও একটি সংখ্যা রয়েছে ৩। সেটার ব্যাপারে কেন পাশ কেটে গেলেন?'

একটি দম নিয়ে আশরাফুল আবার বলতে শুরু করল—

'সময় সংক্ষিপ্ততার কারণে ৩-এর বিষয়টি এড়িয়ে যেতে চেয়েছিলাম; কিন্তু আপনি যেহেতু এ ব্যাপারে প্রশ্ন তুলেছেন, সেহেতু আরেকটু সময় নিতে হবে।

মূলত আপনার প্রশ্নটি হলো—৩-এর সাথে রঙের কোনো সম্পর্ক আছে কি না, তাইতো?'

'হ্যাঁ, আপনি প্রশ্নটি বুঝতে পেরেছেন।'

'মৌলিক রং সম্পর্কে আপনার ধারণা আছে নিশ্চয়? নীল, সবুজ ও লাল; এ রংগুলো দিয়ে পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ প্রকারের রং তৈরি করা হয়। সেজন্য এই তিনটি রংকে

মৌলিক রং বলে অর্থাৎ মৌলিক রং মোট তিনটি। আশা করি ৩-এর সাথে রঙের সম্পর্ক তৈরি করার জন্য আর কিছু বলতে হবে না। আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন নিশ্চয়?'

মুহুর্মুহু করতালিতে নীরব ক্লাস রুম হঠাৎ যেন গমগম করে উঠল। আশরাফুল এবার সমাপনী টানল—

'এই ছিল সাত রং এবং পবিত্র কুরআন নিয়ে আমার উপস্থাপনা। পরবর্তী অংশ উপস্থাপনের জন্য মঞ্চে আসছেন ইনজামামুর রহমান অভীক।'

অভীক শুরু করলেন—

'আসসালামু আলাইকুম। সকলকে শুভেচ্ছা। আমি আপনাদের সামনে যে বিষয়ের ওপর কথা বলব, তা হলো—*জান্নাত, সবুজ এবং আল কুরআন।* চিরসুখের আবাস জান্নাতে কে না যেতে চায়! জান্নাত কথাটা শুনতেই মনটা যেন প্রশান্তিতে ভরে যায়।

جَنَّات আরবি শব্দ; যার অর্থ বাগান। আর বাগান মানেই যেন বিশাল সবুজের সমারোহ। জান্নাতের সাথে সবুজ রঙের রয়েছে এক নিবিড় সম্পর্ক। জান্নাতবাসীর পোশাক হবে সবুজ, জান্নাতে উড়তে থাকবে সবুজ পাখি। অর্থাৎ জান্নাতের কথা মনে হলে আমাদের মনে যে রঙের কথা ভেসে ওঠে, সেটি হলো সবুজ।

পুণ্যবানদের জন্য তৈরি থাকবে বিভিন্ন ধরনের জান্নাত; যা মোট আট প্রকার। মূলত দরজার ওপর ভিত্তি করে জান্নাতকে আট ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। যেমন, আমাদের প্রিয়নবি বলেছেন—"জান্নাতের আছে আটটি দরজা।" সহিহ বুখারি : ৩২৫৭

তাহলে বোঝা যায়, জান্নাত এবং দরজা একে অন্যের সাথে গভীরভাবে জড়িত। চলুন গাণিতিকভাবে এবার জান্নাতের দরজার হিসাব করা যাক।

সবুজ শব্দের আরবি প্রতিশব্দ হলো خُضر (খুদরুন)। শব্দটি পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন সূরায় ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন, সূরা আর-রহমানের ৭৬ নম্বর আয়াতের দিকে লক্ষ করা যাক।

مُتَّكِـِٔيْنَ عَلٰى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَّ عَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ-

"তারা সবুজ বালিশ ও সুন্দর গালিচার ওপর হেলান দেওয়া থাকবে।"

সুতরাং এ কথা বলা যায় যে, জান্নাতের সাথে রঙের দিক থেকে আছে সবুজের সম্পর্ক আর সংখ্যার দিক থেকে সম্পর্ক আছে আটের।

আর বিস্ময়কর ব্যাপার হলো—সমগ্র কুরআনে সবুজ শব্দটিও ব্যবহৃত হয়েছে ঠিক আটবার।'

অভীক পরবর্তী স্লাইডে যেসব আয়াতে 'সবুজ' শব্দের উল্লেখ রয়েছে, সেসব আয়াতের অবস্থান দেখিয়ে বক্তব্য শেষ করল। চার্টটি এরূপ—

সূরার নাম	আনআম	ইউসুফ	ইউসুফ	কাহাফ	হজ	ইয়াসিন	রহমান	দাহর
ক্রম	৬	১২	১২	১৮	২২	৩৬	৫৫	৭৬
আয়াত নং	৯৯	৪৩	৪৬	৩১	৬৩	৮০	৭৬	২১

এরপরে শুরু করলেন আরেকজন—

'আসসালামু আলাইকুম। আমি রবিউল ইসলাম সানি। এ পর্যায়ে আমি যে বিষয়টি উপস্থাপন করতে যাচ্ছি, তা হলো—*জাহান্নাম, কালো এবং আল কুরআন।*

সম্মানিত উপস্থিতি, আল্লাহর অবাধ্যদের শাস্তি দেওয়ার জন্য আল্লাহ তায়ালা তৈরি করেছেন ভয়ংকর জাহান্নাম। তবে সব জাহান্নামের সব স্তরের শাস্তির তীব্রতা এক নয়। বিভিন্ন রকম জাহান্নামের শাস্তিতে রয়েছে ভিন্নতা। জাহান্নামের রয়েছে মোট সাতটি দরজা। সূরা হিজরের ৪৪ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

لَهَا سَبْعَةُ اَبْوَابٍ ؕ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُوْمٌ

"তার রয়েছে সাতটি দরজা। প্রতিটি দরজার জন্য রয়েছে তাদের মধ্য থেকে নির্দিষ্ট একটি শ্রেণি।"

একটি হাদিস থেকে আমরা জানতে পারি, অতি তীব্রতার কারণে জাহান্নামের আগুন কালো রং ধারণ করবে; সেখানে এতই অন্ধকার থাকবে যে, কেউ নিজের হাতটি পর্যন্ত দেখতে পাবে না। সে আগুনে জাহান্নামিরা পুড়ে কয়লার মতো কালো হয়ে যাবে।[৩] জাহান্নামের কথা মনে হতেই আমাদের মনে যে রংটি দাগ কেটে যায় সেটি হলো—কালো। পবিত্র কুরআনে বিভিন্নভাবে এ রঙের কথা বলা হয়েছে। যেমন, সূরা আলে ইমরানের ১০৬ নম্বর আয়াতে এসেছে—

يَّوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهٌ وَّتَسْوَدُّ وُجُوْهٌ ۚ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اسْوَدَّتْ وُجُوْهُهُمْ ۫ اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ-

"সেদিন কোনো কোনো মুখ উজ্জ্বল হবে আর কোনো কোনো মুখ হবে বিবর্ণ কালো। বস্তুত, যাদের মুখ কালো হবে, তাদের বলা হবে— তোমরা কি ঈমান আনার পর কাফির হয়ে গিয়েছিলে? এবার সে কুফরির বিনিময়ে আজাবের স্বাদ গ্রহণ করো।"

তাহলে বোঝাই যাচ্ছে, জাহান্নামের সাথে রঙের দিক দিয়ে কালোর এবং সংখ্যার দিক দিয়ে সাতের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। আর বিস্ময়কর ব্যাপার হলো—সমগ্র কুরআনুল কারিমের মধ্যে কালো শব্দটিও ব্যবহৃত হয়েছে ঠিক সাতবার।

সেগুলোর সূরা ও আয়াত নম্বর আপনারা স্লাইডে দেখতে পাচ্ছেন।

---

[৩] সহিহ বুখারি : ৩২৬৫; সহিহ মুসলিম : ২৮৪৩

সূরার নাম	বাকারা	ইমরান	ইমরান	নাহল	ফাতির	জুমার	জুখরুফ
ক্রম	২	৩	৩	১৬	৩৫	৩৯	৪৩
আয়াত নং	১৮৭	১০৬	১০৬	৫৮	২৭	৬০	১৭

মহান আল্লাহর উপস্থাপনা কতই-না চমৎকার! সবুজাভ আটটি জান্নাতের সাথে মিল রেখে তিনি তাঁর প্রেরিত কিতাবে সবুজ শব্দটি ব্যবহার করেছেন আটবার। আবার নিকষ কালো সাতটি জাহান্নামের সাথে মিল রেখে কালো শব্দটি ব্যবহার করেছেন ঠিক সাতবার।'

মুহুর্মুহু করতালিতে আবারও নীরব ক্লাসটি সরব হয়ে উঠল। সানি তার সমাপনী বক্তব্য চালিয়ে গেল—

'এই ছিল আমার উপস্থাপনা। এ পর্যায়ে সর্বশেষ অংশ উপস্থাপন করতে মঞ্চে আসছেন আহমেদ রিফাত।'

যথারীতি সালাম ও শুভেচ্ছা জানিয়ে দলনেতা রিফাত শুরু করলেন তার উপস্থাপনা—

'আসসালামু আলাইকুম। উপস্থিত সকলকে আবারও গ্রুপ তিনের পক্ষ থেকে সালাম ও শুভেচ্ছা। ইতোমধ্যে আপনারা জেনেছেন, বিভিন্ন ধরনের রঙের সাথে পবিত্র কুরআনের কী চমৎকার গাণিতিক সাদৃশ্য রয়েছে! সর্বশেষ আলোচনায় কুরআন ও হাদিসের আলোকে আপনারা জানতে পেরেছেন, জান্নাতের রয়েছে আটটি দরজা ও জাহান্নামের সাতটি। তাহলে জান্নাত-জাহান্নামের মোট দরজা রয়েছে ১৫টি। আজ আমার উপস্থাপনার বিষয়—*জান্নাত, জাহান্নাম এবং দরজাসমূহ।* পুরো উপস্থাপনায় থাকবে এই ১৫টি দরজার সাথে পবিত্র কুরআনের গাণিতিক সাদৃশ্যের আলোচনা।

দরজাকে আরবিতে বলা হয় بَاب (বাবুন)। শব্দটি একবচন, যার বহুবচন হলো أَبْوَاب (আবওয়াবুন) Doors বা দরজাসমূহ। বিস্ময়কর ব্যাপার হলো— একদিকে জান্নাত-জাহান্নাম মিলে মোট দরজা ১৫টি, অন্যদিকে দরজার বহুবচন أَبْوَاب (আবওয়াবুন) পবিত্র কুরআনে ব্যবহৃত হয়েছে ঠিক ১৫ বার।'

পুরো প্রেজেন্টেশনজুড়ে বিস্ময়ের যেন শেষ নেই। একটার পর একটা নতুন নতুন তথ্য আমাদের উদ্‌বেলিত করছে। প্রত্যেকটা তথ্য জানার সাথে সাথে কেউ মনের অজান্তে ওয়াও বলে উঠছে, কেউবা টেবিল চাপড়াচ্ছে আর কখনো-বা সবাই একসঙ্গে হাততালি দিয়ে স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন জানাচ্ছে। এবারও তার ব্যতিক্রম হলো না।

এতক্ষণ চুপ থাকা সবুজ বিশ্বাস একটা জটিল প্রশ্ন করে বসল। ক্লাসে কিংবা সেমিনারে ক্রিটিক্যাল প্রশ্ন করে স্যারদের ঘোল খাইয়ে দিতে সবুজের জুড়ি নেই। সবুজের প্রশ্নের গভীরতা আর স্টাইল দেখে রেজা স্যার প্রায়ই বলেন— 'Don't judge a person by his answer but his question.'

'মি. রিফাত, জান্নাত-জাহান্নামের দরজা মোট ১৫টি বুঝলাম। দরজা শব্দটি কুরআনে বহুবচনে ১৫ বার ব্যবহৃত হয়েছে, তাও বুঝলাম। কিন্তু দরজা তো বিভিন্ন জিনিসেরই হতে পারে। এর মাধ্যমে বিভিন্ন জিনিসের দরজাও বোঝানো হতে পারে। আপনার কাছে কী প্রমাণ আছে যে, কুরআনের এই ১৫টি দরজার আরবি শব্দের সাথে জান্নাত-জাহান্নামের দরজার সম্পর্ক আছে?'

ক্লাসে এখন পিনপতন নীরবতা। আমরা একবার সবুজের দিকে তাকাচ্ছি আরেকবার রিফাতের দিকে। একদিকে অবাক হচ্ছি ওর জটিল প্রশ্নটি শুনে, অন্যদিকে অপেক্ষা করছি রিফাতের অভিনব উত্তর শোনার জন্য।

কিছুক্ষণ চিন্তাভাবনা করার পর রিফাত যখন কিছু বলতে যাবে, ঠিক তখনই বিদ্যুৎ চলে গেল। পুরো রুম অন্ধকার, প্রজেক্টরও বন্ধ। প্রেজেন্টেশনের কী হবে এবার? এই মুহূর্তে এসে টেনশনে পড়ে গেলাম। রিফাত যদি উপযুক্ত তথ্যের মাধ্যমে সবুজের প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিতে না পারে, তাহলে ক্লাসে জলঘোলা হতে সময় লাগবে না। অন্যদিকে ঠিকমতো রেফারেন্স দিতে না পারলে স্যারের কলমও ভালো পথে হাঁটবে না।

নির্ধারিত সময় শেষ হতে বাকি তখন মাত্র চার মিনিট। গ্রুপলিডার রিফাতের চেহারায় উদ্বিগ্নতার ছাপ তখন স্পষ্ট হয়ে উঠল। এমন সময় স্যার রিফাতের হাতে একটা মার্কার ধরিয়ে দিয়ে বললেন—'প্রজেক্টরের বাকি কাজ হোয়াইটবোর্ডে করেন। অনাকাঙ্ক্ষিত যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে আপনার সময় পাঁচ মিনিট বাড়ানো হলো।'

রিফাত কিছুটা স্বস্তি ফিরে পেয়ে আবার বক্তব্য শুরু করল। 'সুন্দর প্রশ্নটি করার জন্য মি. সবুজ বিশ্বাসকে ধন্যবাদ। আপনার প্রশ্নটি হলো—পবিত্র কুরআনে ব্যবহৃত ১৫টি أبواب শব্দের সাথে সাথে জান্নাত-জাহান্নামের দরজার কোনো সম্পর্ক আছে কি না।

চলুন তাহলে একটু হিসাব-নিকাশ করা যাক। যেহেতু বিদ্যুৎ চলে গেছে, আপনারা বোর্ডের দিকে লক্ষ করুন। পবিত্র কুরআনের যেসব আয়াতে أبواب শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, সেগুলো আমি প্রথম থেকে ধারাবাহিকভাবে লিখছি।

ক্রম	সূরার নাম	আয়াত নং	ক্রম	সূরার নাম	আয়াত নং
১	বাকারা	১৮৯	৯	জুমার	৭১
২	আনআম	৪৪	১০	জুমার	৭২
৩	আরাফ	৪০	১১	জুমার	৭৩
৪	ইউসুফ	২৩	১২	মুমিন	৭৬
৫	ইউসুফ	৬৭	১৩	জুখরুফ	৩৪
৬	হিজর	৪৪	১৪	কামার	১১
৭	নাহল	২৯	১৫	নাবা	১৯
৮	সোয়াদ	৫০			

আপনারা ইতোমধ্যে জেনেছেন যে, জাহান্নামের দরজা সাতটি। এবার আমরা দেখব أبواب শব্দযুক্ত সপ্তম আয়াতে কীসের দরজার কথা বলেছেন—জান্নাতের, জাহান্নামের নাকি কোনো বাড়িঘরের?

আপনারা বোর্ডে ছকটির প্রতি লক্ষ করুন। এখানে أبواب শব্দযুক্ত পবিত্র কুরআনের সপ্তম আয়াত হলো সূরা নাহলের ২৯ নম্বর আয়াত। আয়াতটি হলো—

فَادْخُلُوْٓا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ

"সুতরাং তোমরা জাহান্নামের দরজাগুলো দিয়ে প্রবেশ করো, তাতে স্থায়ী হয়ে। অতঃপর অহংকারীদের আবাসস্থল কত নিকৃষ্ট!"

জাহান্নামের দরজা সাতটি আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এই সপ্তম আয়াতে ঠিক জাহান্নামের কথাই বলেছেন। আমরা জানি, পবিত্র কুরআনে তো বিভিন্ন কিছুর দরজার কথা বলা হয়েছে। এত কিছুর দরজার কথা বাদ দিয়ে কীভাবে ঠিক সপ্তম আয়াতে জাহান্নামের দরজার কথাই চলে এলো?

নিঃসন্দেহে এ কথা বলতে পারি, যে মহান আল্লাহ সাতটি দরজার মাধ্যমে জাহান্নামকে তৈরি করেছেন, তিনিই তাঁর নিখুঁত পরিকল্পনার মাধ্যমেই সপ্তম আয়াতে জাহান্নামের কথা বলেছেন। তিনি ইচ্ছা করলে অন্য কোনো আয়াতে জাহান্নাম শব্দটি ব্যবহার করতে পারতেন। মহাজ্ঞানী মহান আল্লাহর নিদর্শন কত বিস্ময়কর!'

কারও মুখে আর কোনো কথা নেই। সবাই একমনে শুনছে রিফাতের কথা। প্রত্যেকটা প্রশ্ন কত চমৎকারভাবে খণ্ডন করছে রিফাত।

এমন সময় রাকিব নতুন পয়েন্ট দাঁড় করাল।

'১৫টি আয়াতের মধ্যে সপ্তম আয়াতে জাহান্নামের কথা তো কাকতালীয়ভাবেও চলে আসতে পারে। একটিমাত্র আয়াতের মাধ্যমে কীভাবে বোঝা সম্ভব এটি আল্লাহর নিখুঁত পরিকল্পনা?'

'আপনি একটি যৌক্তিক প্রশ্ন করেছেন। হ্যাঁ, আপনার সাথে আমিও একমত, একটি আয়াত কাকতালীয়ভাবে মিলে যেতেই পারে; তাহলে চলুন আমরা আরেকটি আয়াত বিশ্লেষণ করি।

আপনারা জেনেছেন, জান্নাতের দরজা আটটি। এবার আমরা أبواب শব্দযুক্ত অষ্টম আয়াতটি বিশ্লেষণ করব। যদি দেখা যায়, সেখানে জাহান্নাম কিংবা অন্য কিছুর দরজার কথা আছে, তাহলে ধরেই নেব আগের ব্যাপারটা হয়তো কাকতালীয় ছিল। কিন্তু যদি এ আয়াতে জান্নাতের দরজার কথাই চলে আসে, তাহলে নিঃসন্দেহে ব্যাপারটি আর কাকতালীয় থাকবে না।

চলুন আমরা অষ্টম আয়াতের প্রতি লক্ষ করি। أبواب শব্দযুক্ত অষ্টম আয়াত হলো সূরা সোয়াদের ৫০ নম্বর আয়াত।

جَنّٰتِ عَدْنٍ مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ الْاَبْوَابُ-

"চিরস্থায়ী জান্নাত, যার দরজাসমূহ থাকবে তাদের জন্য উন্মুক্ত।"

আপনারা বোর্ডে অর্থসহ আয়াতটি দেখতে পাচ্ছেন। এখানে জাহান্নাম বা অন্য কিছুর দরজার কথা নয়; বরং স্বয়ং জান্নাতের দরজার কথাই বলা হয়েছে।'

উত্তেজনায় আমার প্রত্যেকটি লোমকূপ যেন শক্ত হয়ে যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল যেন ক্লাসের ভেতরই চিৎকার দিয়ে সুবহানাল্লাহ বলি।

রিফাত দৃঢ়স্বরে বলতে লাগল—'যে মহান সৃষ্টিকর্তা সাত দরজাযুক্ত জাহান্নাম তৈরি করেছেন, তিনি "দরজাসমূহ" যুক্ত সপ্তম আয়াতে জাহান্নামের দরজার কথাই বলেছেন। আবার আট দরজাসমৃদ্ধ জান্নাত তৈরি করে অষ্টম আয়াতে ঠিক জান্নাতের দরজার কথাই উল্লেখ করেছেন। শাব্দিক

বিন্যাসের দিক থেকে মহাগ্রন্থ আল কুরআন যে কত চমৎকার, কত বিস্ময়কর, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালাই সবচেয়ে ভালো জানেন!'

স্যার মনের অজান্তে দাঁড়িয়ে গেলেন। করতালি দিয়ে অভিনন্দন জানালেন রিফাতকে। সাথে সাথে ক্লাসের সবাই দাঁড়িয়ে গেল। মুহুর্মুহু করতালিতে মুখরিত হলো গোটা ক্লাস। সবাই যখন করতালি দিয়ে অভিনন্দন জানাচ্ছিল তিন নম্বর টিমকে, ঠিক তখনই আনন্দের অশ্রুতে টলমল করছিল রিফাতের দুটি চোখ।

গোড়ায় গলদ থেকে সূক্ষ্ম বিন্যাস

মুন্নার সর্বশেষ ফেসবুক পোস্টটি ফুলেফেঁপে এখন ভাইরাল হওয়ার পথে। নানাজনের নানা রকম প্রতিক্রিয়ায় স্বাস্থ্যবান হয়ে উঠেছে কমেন্টবক্স। হাল আমলে এ ধরনের স্ট্যাটাস বেশ রমরমা হয়। তার স্ট্যাটাসটি ছিল—

'কুরআনের সূরা বিন্যাস এবং গোড়ায় গলদ

যেকোনো গ্রন্থের ক্ষেত্রে উপস্থাপনা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সুন্দর উপস্থাপনা অনেকাংশে নির্ভর করে রচনাগুলোকে যৌক্তিকভাবে বিন্যাসের ওপর। সুতরাং বলা যায়, গ্রন্থের সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে সুন্দর বিন্যাসের কোনো বিকল্প নেই। কিন্তু কোনো মানদণ্ডের ভিত্তিতেই সাজানো হয়নি কুরআনের সূরাগুলোকে। কুরআনের সুন্দর বিন্যাসের জন্য নিম্নোক্ত যেকোনো একটি প্রক্রিয়া অনুসরণ করা যেত।

- ছোটো থেকে বড়ো সূরার বিন্যাস।
- বড়ো থেকে ছোটো সূরার ধারাবাহিক বিন্যাস।
- নাজিলের সময়ের ভিত্তিতে সূরার বিন্যাস।
- সূরার নামের বর্ণের ক্রম অনুযায়ী বিন্যাস।

দুঃখজনক ব্যাপার হলো, এ ধরনের কোনো পদ্ধতি অনুসরণ না করে কেবল মনগড়াভাবে সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও অবৈজ্ঞানিকভাবে কুরআনের সূরাগুলোকে এলোমেলোভাবে সাজানো হয়েছে। গোড়ায় গলদ দিয়েই কুরআনের যাত্রা শুরু হয়েছে। কুরআনের ১১৪টি সূরার এমন হিজিবিজি বিন্যাস এই আধুনিক যুগে মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়। আমি আশা করব, মুসলিম পণ্ডিতরা যৌক্তিক কোনো প্রক্রিয়ার কুরআনের সূরাগুলোকে পুনর্বিন্যাস করে নেবে।'

মুন্না আমাদের ফ্রেন্ড সার্কেলের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। ইসলামের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ফেসবুকে বেশ সরব। ইসলামের কোথায় কী 'ভুলত্রুটি' আছে, সেগুলো চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া তার অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। এই পোস্টটাতে মুন্না অনেককেই ট্যাগ করেছে। সবার প্রথমে ট্যাগ করেছে রিফাতকে।

আমি আর রিফাত সিদ্ধান্ত নিলাম, সূরার বিন্যাসের ব্যাপারে ওর সাথে আলাপ করা জরুরি। যে-ই কথা সে-ই কাজ; পরদিন রাতে আমরা ক্যাম্পাসে তার সাথে দেখা করলাম।

—দোস্ত, তুই গতকাল কুরআনের সূরার বিন্যাস নিয়ে একটা পোস্ট দিয়েছিস। সে ব্যাপারে কথা বলতে চলে এলাম, রিফাত বলল।

—আরে তা-ই নাকি! এজন্য এত কষ্ট করে ক্যাম্পাসে আসা লাগে? যা-ই হোক, এসে ভালোই করছিস। আলোচনাও হলো, অনেক দিন পর একটা জম্পেশ আড্ডাও হবে, মুন্না বলল।

—আসার আগে তোকে কিছু ফাইল মেইল করেছি। সেগুলো ওপেন কর; কথা বলতে সুবিধা হবে।

—ওকে, করছি।

—তোর প্রশ্ন ছিল মূলত পবিত্র কুরআনের সূরাগুলোর বিন্যাস নিয়ে। এগুলো কেন হিজিবিজিভাবে সাজানো হয়েছে, তাইতো?

—এক্সাক্টলি।

—কিন্তু আমার তো মনে হয় নিখুঁত পরিকল্পনা করেই ১১৪টি সূরাকে একটির পর একটিকে সাজানো হয়েছে।

ঠোঁটে একটা তাচ্ছিল্যের হাসি তুলে মুন্না বলল—

—তোরা ধর্মীয় বিশ্বাসের জায়গা থেকে অন্ধভাবে অনেক কিছু বিশ্বাস করতেই পারিস। কিন্তু আমি যুক্তি-প্রমাণ, তথ্য, তত্ত্ব ছাড়া কিছুই বিশ্বাস করি না। সব জায়গায় আবেগ চলে না রিফাত। তোর কথার পক্ষে কোনো যুক্তি-প্রমাণ আছে?

—তোর কাছে খালি হাতে আসিনি দোস্ত; তথ্য-প্রমাণ নিয়েই এসেছি।

—তাই নাকি? কী তথ্য-প্রমাণ আছে শুনি!

—ঠিক আছে। আমরা এক এক করে বিশ্লেষণ করে দেখব, সূরাগুলোর বিন্যাস নিরর্থক নাকি এর মধ্যে কোনো গূঢ় রহস্য আছে।

—হুম, শুরু কর তাহলে।

—প্রথমে জোড়-বিজোড়ের হিসাব দিয়ে শুরু করা যাক।

—জোড়-বিজোড়?

—হ্যাঁ, জোড়-বিজোড়ের দিক দিয়ে সূরার বিন্যাসের একটা রহস্য আছে।

—কী রহস্য?

—পবিত্র কুরআনের প্রত্যেকটি সূরার দুটি করে নম্বর আছে। একটি হলো সূরার ক্রম নম্বর আর অন্যটি সূরার মোট আয়াত সংখ্যা। আমরা প্রথমে কথা বলব সূরার আয়াত সংখ্যা নিয়ে। ১১৪টি সূরার কোনোটির মোট আয়াত সংখ্যা জোড় আবার কোনোটির

বিজোড়। আবার কোনো সূরার ক্রম নম্বর জোড় কোনোটির আবার বিজোড়। আমার কথা এই পর্যন্ত কি বুঝতে পেরেছিস?'

—হুম, পেরেছি?

—এবার আসি মূলকথায়। পবিত্র কুরআনের বিজোড় আয়াতবিশিষ্ট সূরা আছে ৫৪টি আর জোড় আয়াতবিশিষ্ট সূরা আছে ৬০টি।

—এ তো খুবই সিম্পল ব্যাপার। ১১৪টি সূরার মধ্যে জোড়-বিজোড় থাকবে, এটাই তো স্বাভাবিক। এর মধ্যে তুই আশ্চর্যের কী পেলি?

—খালি চোখে একটা বিষয়কে আমরা যেভাবে দেখি, গভীর দৃষ্টি দিয়ে তাকালে সেটাকে ভিন্নভাবে দেখা যায়।

—এর ভেতরে গভীর দৃষ্টির কী আছে?

—ওকে, চল তাহলে আমরা বিজোড় আয়াতবিশিষ্ট ৫৪টি সূরার দিকে একটু গভীরভাবে লক্ষ করি।

ক্রম	সূরার নাম	আয়াত	ক্রম	সূরার নাম	আয়াত	ক্রম	সূরার নাম	আয়াত
১	ফাতিহা	৭	৩৯	জুমার	৭৫	৮৪	ইন শিকাক	২৫
৬	আনআম	১৬৫	৪০	মুমিন	৮৫	৮৬	তারিক	১৭
৮	আনফাল	৭৫	৪২	আশ-শুরা	৫৩	৮৭	আ'লা	১৯
৯	তাওবা	১২৯	৪৩	জুখরুফ	৮৯	৯১	শামস	১৫
১০	ইউনুস	১০৯	৪৪	দুখান	৫৯	৯২	লাইল	২১
১১	হুদ	১২৩	৪৫	জাসিয়াহ	৩৭	৯৩	দোহা	১১
১২	ইউসুফ	১১১	৪৬	আহকাফ	৩৫	৯৬	আলাক	১৯
১৩	রা'দ	৪৩	৪৮	ফাতহ	২৯	৯৭	কদর	৫
১৫	হিজর	৯৯	৫০	কাফ	৪৫	১০০	আদিয়াত	১১
১৭	ইসরা	১১১	৫২	তুর	৪৯	১০১	কারিয়াহ	১১
২০	ত্বহা	১৩৫	৫৪	কামার	৫৫	১০৩	আসর	৩
২৫	ফুরকান	৭৭	৫৭	হাদিদ	২৯	১০৪	হুমাজাহ	৯
২৬	শুআরা	২২৭	৬০	মুমতাহিনাহ	১৩	১০৫	ফিল	৫
২৭	নামল	৯৩	৬২	জুমুআ	১১	১০৭	মাউন	৭
২৯	আনকাবুত	৬৯	৬৩	মুনাফিকুন	১১	১০৮	কাউসার	৩

ক্রম	সূরার নাম	আয়াত	ক্রম	সূরার নাম	আয়াত	ক্রম	সূরার নাম	আয়াত
৩৩	আহজাব	৭৩	৭৬	দাহর	৩১	১১০	নাসর	৩
৩৫	ফাতির	৪৫	৮১	তাকভির	২৯	১১১	লাহাব	৫
৩৬	ইয়াসিন	৮৩	৮২	ইনফিতার	১৯	১১৩	ফালাক	৫

ভালো করে লক্ষ করে দেখ, এই ৫৪টি সূরার কিছু কিছু সূরার ক্রম নম্বর জোড় আবার কিছু কিছু সূরার বিজোড়। হিসাব করলে দেখতে পাবি, এগুলোর মধ্যে সূরার ক্রম নম্বর বিজোড়, এমন সূরার সংখ্যা ২৭টি।

ক্রম	সূরার নাম	আয়াত	ক্রম	সূরার নাম	আয়াত	ক্রম	সূরার নাম	আয়াত
১	ফাতিহা	৭	৩৩	আহজাব	৭৩	৯১	শামস	১৫
৯	তাওবা	১২৯	৩৫	ফাতির	৪৫	৯৩	দোহা	১১
১১	হুদ	১২৩	৩৯	জুমার	৭৫	৯৭	কদর	৫
১৩	রা'দ	৪৩	৪৩	জুখরুফ	৮৯	১০১	কারিয়াহ	১১
১৫	হিজর	৯৯	৪৫	জাসিয়াহ	৩৭	১০৩	আসর	৩
১৭	ইসরা	১১১	৫৭	হাদিদ	২৯	১০৫	ফিল	৫
২৫	ফুরকান	৭৭	৬৩	মুনাফিকুন	১১	১০৭	মাউন	৭
২৭	নামল	২৭	৮১	তাকভির	২৯	১১১	লাহাব	৫
২৯	আনকাবুত	২৯	৮৭	আ'লা	১৯	১১৩	ফালাক	৫

আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, এই ৫৪টি সূরার মধ্যে সূরার ক্রম নম্বর জোড়, এমন সূরার সংখ্যাও ঠিক ২৭টি।

ক্রম	সূরার নাম	আয়াত	ক্রম	সূরার নাম	আয়াত	ক্রম	সূরার নাম	আয়াত
৬	আনআম	১৬৫	৪৪	দুখান	৫৯	৮২	ইনফিতার	১৯
৮	আনফাল	৭৫	৪৬	আহকাফ	৩৫	৮৪	ইন শিকাক	২৫
১০	ইউনুস	১০৯	৪৮	ফাতহ	২৯	৮৬	তারিক	১৭
১২	ইউসুফ	১১১	৫০	কাফ	৪৫	৯২	লাইল	২১
২০	ত্বহা	১৩৫	৫২	তুর	৪৯	৯৬	আলাক	১৯
২৬	শুআরা	২২৭	৫৪	কামার	৫৫	১০০	আদিয়াত	১১

৩৬	ইয়াসিন	৮৩	৬০	মুমতাহিনাহ	১৩	১০৪	হুমাজাহ	৯
৪০	মুমিন	৮৫	৬২	জুমুআ	১১	১০৮	কাউসার	৩
৪২	আশ-শুরা	৫৩	৭৬	দাহর	৩১	১১০	নাসর	৩

একটু ভেবে দেখ তো, ১১৪টি সূরার মধ্যে ৫৪টি সূরার মোট আয়াত সংখ্যা বিজোড়। আর এই ৫৪টি সূরার অর্ধেক সূরার ক্রম নম্বর বিজোড় এবং ঠিক অর্ধেক সূরার ক্রম নম্বর জোড়। এখানে অর্ধেক সূরা জোড় আর অর্ধেক বিজোড় হওয়া হিজিবিজি নাকি এটি নিখুঁত পরিকল্পিত বিন্যাস?

কিছুক্ষণ ভেবেচিন্তে অন্য আট-দশজনের মতো মুন্না বলল—'দু-একটা ব্যাপার এ রকম কাকতালীয়ভাবে মিলে যেতেই পারে। এ রকম দু-একটা তথ্য নিয়ে কোনো বিষয়কে স্টাবলিস্ট করা যায় না, রিফাত।'

—আমিও তোর সাথে একমত। আসলেই দু-একটা ঘটনা দিয়ে বোঝা যাবে না পবিত্র কুরআনের সূরাগুলোর বিন্যাস কাকতালীয় নাকি নিখুঁত পরিকল্পনা। চল এবার তাহলে বাকি হিসাবটা মিলিয়ে দেখি।

—কোন বাকি হিসাব?

—মাত্র আমরা কথা বললাম পবিত্র কুরআনের ৫৪টি সূরা নিয়ে, যার মোট আয়াত সংখ্যা ছিল বিজোড়। এবার আমরা কথা বলব সেসব সূরা নিয়ে, যার মোট আয়াত সংখ্যা জোড়।

—হিসাব অনুযায়ী এমন সূরার সংখ্যা তো ৬০টি হওয়া উচিত।

—হ্যাঁ, তুই ঠিক ধরেছিস। মোট ১১৪টি সূরার ৫৪টির মোট আয়াত সংখ্যা বিজোড় হলে বাকি ৬০টি স্বাভাবিকভাবেই জোড় হবে। জোড় আয়াতবিশিষ্ট এই ৬০টি সূরার দিকে খেয়াল কর।

ক্রম	সূরার নাম	আয়াত	ক্রম	সূরার নাম	আয়াত	ক্রম	সূরার নাম	আয়াত
২	বাকারা	২৮৬	৪১	ফুসসিলাত	৫৪	৭৪	মুদ্দাসসির	৫৬
৩	আলে ইমরান	২০০	৪৭	মুহাম্মাদ	৩৮	৭৫	কিয়ামাহ	৪০
৪	নিসা	১৭৬	৪৯	হুজুরাত	১৮	৭৭	মুরসালাত	৫০
৫	মায়েদা	১২০	৫১	জারিয়াত	৬০	৭৮	নাবা	৪০
৭	আরাফ	২০৬	৫৩	নাজম	৬২	৭৯	নাজিয়াত	৪৬

ক্রম	সূরার নাম	আয়াত	ক্রম	সূরার নাম	আয়াত	ক্রম	সূরার নাম	আয়াত
১৪	ইবরাহিম	৫২	৫৫	আর-রহমান	৭৮	৮০	আবাসা	৪২
১৬	নাহল	১২৮	৫৬	ওয়াকিয়াহ	৯৬	৮৩	মুতাফফিফিন	৩৬
১৮	কাহফ	১১০	৫৮	মুজাদালাহ	২২	৮৫	বুরুজ	২২
১৯	মারইয়াম	৯৮	৫৯	হাশর	২৪	৮৮	গাশিয়াহ	২৬
২১	আম্বিয়া	১১২	৬১	সাফ	১৪	৮৯	ফাজর	৩০
২২	হজ	৭৮	৬৪	তাগাবুন	১৮	৯০	বালাদ	২০
২৩	মুমিনুন	১১৮	৬৫	তালাক	১২	৯৪	ইনশিরাহ	৮
২৪	নুর	৬৪	৬৬	তাহরিম	১২	৯৫	ত্বিন	৮
২৮	কাসাস	৮৮	৬৭	মুলক	৩০	৯৮	বাইয়্যিনাহ	৮
৩০	রূম	৬০	৬৮	কলম	৫২	৯৯	জিলজাল	৮
৩১	লোকমান	৩৪	৬৯	হাক্কাহ	৫২	১০২	তাকাসুর	৮
৩২	সিজদা	৩০	৭০	মাআরিজ	৪৪	১০৬	কুরাইশ	৪
৩৪	সাবা	৫৪	৭১	নুহ	২৮	১০৯	কাফিরুন	৬
৩৭	সফফাত	১৮২	৭২	জিন	২৮	১১২	ইখলাস	৪
৩৮	সোয়াদ	৮৮	৭৩	মুজ্জাম্মিল	২০	১১৪	নাস	৬

—দেখলাম, এখানে মোট ৬০টি সূরা আছে, কিন্তু এর ভেতর আবার হিসাবের কী আছে?

—একটু ভালো করে তাকিয়ে দেখ, এই ৬০টি সূরার মধ্যে ৩০টি সূরার ক্রম নম্বর জোড়।

ক্রম	সূরার নাম	আয়াত	ক্রম	সূরার নাম	আয়াত	ক্রম	সূরার নাম	আয়াত
২	বাকারা	২৮৬	৩৪	সাবা	৫৪	৭৮	নাবা	৪০
৪	নিসা	১৭৬	৩৮	সোয়াদ	৮৮	৮০	আবাসা	৪২
১৪	ইবরাহিম	৫২	৫৬	ওয়াকিয়াহ	৯৬	৮৮	গাশিয়াহ	২৬
১৬	নাহল	১২৮	৫৮	মুজাদালাহ	২২	৯০	বালাদ	২০

ক্রম	সূরার নাম	আয়াত	ক্রম	সূরার নাম	আয়াত	ক্রম	সূরার নাম	আয়াত
১৮	কাহফ	১১০	৬৪	তাগাবুন	১৮	৯৪	ইনশিরাহ	৮
২২	হজ	৭৮	৬৬	তাহরিম	১২	৯৮	বাইয়্যিনাহ	৮
২৪	নুর	৬৪	৬৮	কলম	৫২	১০২	তাকাসুর	৮
২৮	কাসাস	৮৮	৭০	মাআরিজ	৪৪	১০৬	কুরাইশ	৪
৩০	রূম	৬০	৭২	জিন	২৮	১১২	ইখলাস	৪
৩২	সিজদা	৩০	৭৪	মুদ্দাসিসর	৫৬	১১৪	নাস	৬

বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, এখানে ঠিক ৩০টি সূরার ক্রম নম্বর বিজোড়!

ক্রম	সূরার নাম	আয়াত	ক্রম	সূরার নাম	আয়াত	ক্রম	সূরার নাম	আয়াত
৩	আলে ইমরান	২০০	৪৯	হুজুরাত	১৮	৭৩	মুজ্জাম্মিল	২০
৫	মায়েদা	১২০	৫১	জারিয়াত	৬০	৭৫	কিয়ামাহ	৪০
৭	আরাফ	২০৬	৫৩	নাজম	৬২	৭৭	মুরসালাত	৫০
১৯	মারইয়াম	৯৮	৫৫	আর-রহমান	৭৮	৭৯	নাজিয়াত	৪৬
২১	আম্বিয়া	১১২	৫৯	হাশর	২৪	৮৩	মুতাফফিফিন	৩৬
২৩	মুমিনুন	১১৮	৬১	আস-সফ	১৪	৮৫	বুরুজ	২২
৩১	লোকমান	৩৪	৬৫	তালাক	১২	৮৯	ফাজর	৩০
৩৭	সফফাত	১৮২	৬৭	মুলক	৩০	৯৫	ত্বিন	৮
৪১	হামিম সিজদা	৫৪	৬৯	হাক্কাহ	৫২	৯৯	জিলজাল	৮
৪৭	মুহাম্মাদ	৩৮	৭১	নুহ	২৮	১০৯	কাফিরুন	৬

‘এতক্ষণ আমরা যে কথাবার্তা বললাম, সেগুলো যদি একসঙ্গে বলি, তাহলে বিষয়টা এমন হবে—১১৪টি সূরার মধ্যে বিজোড় আয়াতবিশিষ্ট সূরা ৫৪টি। এই ৫৪টির অর্ধেক (২৭টি) সূরার ক্রম নম্বর জোড় আবার ঠিক অর্ধেক সূরার ক্রম নম্বর (২৭টি) বিজোড়। অন্যদিকে জোড় আয়াতবিশিষ্ট সূরা ৬০টি। সেগুলোর অর্ধেক সূরার (৩০টি) ক্রম নম্বর জোড় আর ঠিক অর্ধেক সূরার ক্রম নম্বর (৩০টি) বিজোড়! এবার বল, এই নিখুঁত হিসাবটাও কি কাকতালীয়?’

—ওয়েট...(ভাবনায় বিভোর)।

—বল তো মুন্না, ১১৪টি সূরার মধ্যে আমরা মোট কয় ধরনের সূরা পেলাম?

—ওয়েট, একটু হিসাব করে বলি। এক একটা সূরার তো দুটি করে নম্বর, তাহলে মোটাদাগে কুরআনে চার ধরনের সূরা আছে। প্রথমত, ওইসব সূরা; যার ক্রম নম্বর

জোড় আবার মোট আয়াত সংখ্যাও জোড়। দ্বিতীয়ত, যার ক্রম নম্বর বিজোড় আর মোট আয়াত সংখ্যাও বিজোড়। তৃতীয় ধরন, যার ক্রম নম্বর জোড়, কিন্তু মোট আয়াত সংখ্যা বিজোড়। চতুর্থত, ওই সমস্ত সূরা, যার ক্রম নম্বর বিজোড়, কিন্তু মোট আয়াত সংখ্যা জোড়।

—ওয়াও! ভেরি গুড। শ্রোতা হিসেবে সত্যিই তুই অসাধারণ।

—থ্যাংকস, ইটস মাই প্লেজার।

—আচ্ছা সমবৈশিষ্ট্যের দৃষ্টিকোণ থেকে এই চার ধরনের সূরাকে মোটাদাগে দুই ভাগে কি ভাগ করা যায়, মুন্না?

—যায় (একটু ভেবেচিন্তে মুন্না বলল)

—কীভাবে?

—মিল-অমিলের দিক থেকে সূরাগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

—যেমন?

—সমজাতীয়, অসমজাতীয়।

—একটু ক্লিয়ার করে বল তো, কোনগুলো সমজাতীয় আর কোনগুলো অসমজাতীয়?

—সূরার ক্রম নম্বর জোড়, মোট আয়াত সংখ্যাও জোড়; সূরার ক্রম নম্বর বিজোড় মোট আয়াত সংখ্যাও বিজোড়—এমন সূরাগুলোকে তুই সমজাতীয় হিসেবে ধরতে পারিস। অন্যদিকে, যে সূরার ক্রম নম্বর জোড় কিন্তু মোট আয়াত সংখ্যা বিজোড় কিংবা ক্রম নম্বর বিজোড় কিন্তু মোট আয়াত সংখ্যা জোড়, এমন সূরাগুলোকে তুই অসমজাতীয় হিসেবে ধরতে পারিস।

—আমরা কি এভাবে বলতে পারি?

সমজাতীয়	জোড়+জোড়, বিজোড়+বিজোড়
অসমজাতীয়	জোড়+বিজোড়, বিজোড়+জোড়

—হ্যাঁ, ব্যাপারটা এমনই। কিন্তু আমাকে দিয়ে তোর এত এত হিসাব করানোর কারণটা কী?

—আছে বন্ধু, কারণ আছে।

—কী কারণ?

—তুই নানাভাবে মাথা খাটিয়ে সবশেষ সূরাগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করেছিস। একটা হলো সমজাতীয়, বাকিটা অসমজাতীয়।

—করেছি, তো?

—তোকে দিয়ে এত হিসাব করানোর কারণ হলো—সমজাতীয় আর অসমজাতীয়ের দিক থেকেও পবিত্র কুরআনে এক বিস্ময়কর গাণিতিক মিরাকল রয়েছে।

—কেমন?

—পবিত্র কুরআনে মোট সূরা ১১৪টি। এর মধ্যে সমজাতীয় সূরা ৫৭টি, অন্যদিকে অসমজাতীয় সূরাও ঠিক ৫৭টি।

—প্রমাণ?

—একটা চার্ট দেখ। এখানে সমজাতীয় ৫৭টি সূরা রয়েছে।